

বাইটস প্রেস

বাইটস প্রোজেক্টের অগ্রগতি এবং সাফল্য তুলে ধরতে একটি
ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

অক্টোবর ২০২৪ | ভলিউম ৪



বাইটস প্রেস: পার্টনারশিপ

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বাইটসের উদ্যোগ

বাইটস প্রকল্প, সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি) এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পিডব্লিউডি) জন্য একটি পাঁচ মাসব্যাপী আবাসিক আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। মানিকগঞ্জের সিআরপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হলো প্রতিবন্ধী যুবকদের আইসিটি খাতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা। অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করে এই প্রশিক্ষণে মাইক্রোসফট অফিস এবং ডিজিটাল মার্কেটিং শেখানো হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এই কাস্টমাইজড আইসিটি প্রশিক্ষণ তাদের ফ্রিল্যান্সিংয়ের সুযোগ তৈরি করবে। বাড়ি থেকে কাজ করে ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারবেন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২.৮% প্রতিবন্ধী এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে অনেক বাঁধা রয়েছে। এই বাঁধা নির্মূলে আইসিটি উপযুক্ত পন্থা হতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে বাইটস এই ট্রেনিং চালু করেছে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগে ৬৫০ জন আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবাদের নতুন ব্যবসা শুরু ও পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য ট্রুভ্যালু এবং ইনস্পিরা অ্যাডভাইজরি অ্যান্ড কনসালটিং লিমিটেডের সাথে পার্টনারশিপ করেছে বাইটস প্রকল্প। সাত দিনের এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদানকারীদের থেকে হাতে-কলমে ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন, হিসাবরক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিংসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে বাইটস প্রশিক্ষার্থীরা।

এছাড়াও ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদানকারীরা বাইটসের সহযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যাতে তারা পরবর্তীতে উদ্যোগতা তৈরির প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে এবং প্রকল্প শেষ হওয়ার পরেও সার্ভিস প্রদান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়।

ভবিষ্যতের উদ্যোক্তা তৈরিতে বাইটসের পদক্ষেপ



আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের মার্কেটিং দক্ষতা উন্নয়নে বাইটসের কর্মশালা আয়োজন

ঢাকা, রাজশাহী এবং যশোরে তিনটি পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করেছে বাইটস প্রকল্প যা আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাদের মার্কেটিং এবং ব্যবসা প্রচারে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ক্যাচ বাংলাদেশ দ্বারা পরিচালিত তিন দিনের এই সেশনগুলোতে প্রশিক্ষক, প্রকল্প সমন্বয়কারী, জব প্লেসমেন্ট কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৪ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মোট ৪৪ জন উক্ত কর্মশালাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মশালাগুলো কার্যকর সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, অফলাইন মার্কেটিং কৌশল ও বাস্তবায়ন, এবং মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের কার্যকারিতা পরিমাপ করার পদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে। উক্ত ট্রেনিং এর ফলস্বরূপ মার্কেটিং কৌশলের উন্নতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি আরও ভালোভাবে তাদের কার্যক্রম প্রচার করতে এবং আরো শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।



বাইটসের সেলাই প্রশিক্ষণ মডিউল উন্নত করতে তৈরি পোশাক শিল্প খাঁতের বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন

বিদ্যমান সেলাই পদ্ধতি প্রশিক্ষণ মডিউলকে উন্নত করার জন্য বাইটস প্রকল্প তৈরি পোশাক শিল্প খাঁতের বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে যার উদ্দেশ্য ছিল পোশাক কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কার্যকর ট্রেনিং প্রদানের জন্য এটি সংশোধন ও পুনরায় ডিজাইন করা। সভার প্রথম দিনে ইপিলিয়ন নিটওয়্যারস লিমিটেড, শিন শিন অ্যাপারেলস, ইউটাং নিটিং অ্যান্ড ডাইং লিমিটেড, করিম টেক্সটাইলস, চোরকা টেক্সটাইলস লিমিটেড, বিংবি এক্সিলেন্স এবং কোরটেক্স অ্যাপারেলস লিমিটেডের প্রোডাকশন ম্যানেজার, আইই বিভাগের অ্যাসেসর, প্রোডাকশন লাইনের লাইন চিফ এবং এইচআর বিভাগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা ফ্যাক্টরির চাহিদা অনুযায়ী মডিউলটি উন্নত করার জন্য তাদের অভিজ্ঞতা এবং মতামত শেয়ার করেন। দ্বিতীয় দিনে, প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেনাররা কর্মশালায় অংশ নেন এবং সেলাই পদ্ধতি প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। শেষ দিনে, প্রকল্পের সাথে যৌথভাবে কাজ করা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় কনসালট্যান্সি সার্ভিস প্রোভাইডাররা মডিউলটি আরও উন্নত করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন।

ইউটাং নিটিং ফ্যাক্টরির মাস্টার ট্রেনার মোস. হোসনা খাতুন মডিউল সম্পর্কে তার মতামত শেয়ার করেন। তিনি বলেন, "আমি বাইটস প্রকল্পের মডিউল উন্নয়নের এই উদ্যোগে সন্তুষ্ট, কারণ আমরা এটি ব্যবহার করে শ্রমিকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করি এবং প্রকল্পের এই প্রচেষ্টার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট।"



বাইটস প্রেস: পোশাক শিল্প খাঁতে বাইটসের ভূমিকা

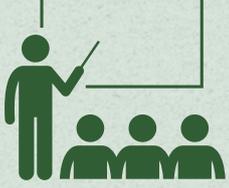
বাইটস প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৪১টি তৈরি পোশাক (আরএমজি) ফ্যাক্টরিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে, প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। প্রকল্পের মাধ্যমে, একাধিক ফ্যাক্টরির কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্থায়ী সমাধান এর প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

৪১

তৈরি পোশাক
(আরএমজি) ফ্যাক্টরি

১০

পরামর্শ পরিষেবা
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান



প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

নয়টি ফ্যাক্টরি প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা স্থান প্রতিষ্ঠার জন্য বিনিয়োগ করেছে এবং ক্লাস রুম তৈরি করেছে। এদিকে ৩২ টি ফ্যাক্টরি তাদের বিদ্যমান ট্রেনিং সিস্টেমের উন্নতি করেছে। প্রকল্পটি কর্মস্থল ভিত্তিক প্রশিক্ষণের (ডব্লিউবিটি) মাধ্যমে আরএমজি খাতে ১০ মিলিয়ন টাকারও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে যা ফ্যাক্টরিগুলির আচরণগত পরিবর্তন প্রতিফলিত করে।



সদ্য প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের জন্য আলাদা উৎপাদন লাইন চালু করা

ফ্যাক্টরিগুলি নতুন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকদের জন্য আলাদা প্রডাকশন লাইন চালু করেছে। যার মাধ্যমে নতুন শ্রমিকরা পূর্বের প্রতিষ্ঠিত প্রডাকশন লাইনে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তাদের প্রস্তুতির মূল্যায়ন করতে পারে। করিম টেক্সটাইলস লিমিটেড এই পদ্ধতির পথপ্রদর্শক, যা দক্ষ অপারেটর প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে এবং এই সাফল্যের কারণে আরও পাঁচটি ফ্যাক্টরি একই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রধান প্রডাকশন লাইনে কাজ নেয়ার পূর্বে দরকারি দক্ষতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

প্রশিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট মাসিক বেতন নির্ধারণ

সাঁউদার্ন ক্লথিং লিমিটেড প্রশিক্ষণ কক্ষে দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট মাসিক ভিত্তিক বেতন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। ফ্যাক্টরিতে পিস-রেট সিস্টেম চালু থাকলেও প্রশিক্ষকদের জন্য নেয়া এই সিদ্ধান্ত একটি স্থায়ী এবং ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছে। এই উদ্যোগ দক্ষ অপারেটর তৈরি এবং অপারেটরদের কার্যকর বিকাশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষণার্থী বাছাই নীতি গ্রহণ করা

১১টি ফ্যাক্টরি তাদের নিয়োগ এর ক্ষেত্রে নীতির সংশোধন করেছে। কর্মীদের দক্ষতার মাত্রা মূল্যায়নের জন্য বর্তমানে ডেক্সট্রিটি টেস্ট, ইশিহারা আই টেস্ট সহ একাধিক মূল্যায়ন পন্থা অনুসরণ করেছে। এর মাধ্যমে হাত ও চোখের সময় যচাই করা হয় এবং উপযুক্ত প্রার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা সহজতর হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের দ্বারা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।

প্রশিক্ষণে পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা

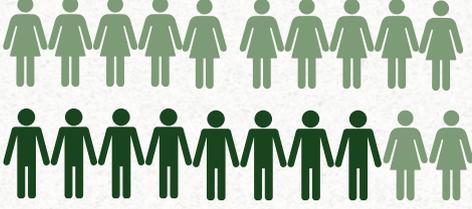
বাইটস প্রকল্পটি তার প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উৎপাদন লাইন থেকে অব্যবহৃত কাপড়ের পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য হ্রাসের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও, তারাসিমা অ্যাপারেল লিমিটেডের মতো কারখানাগুলি ফ্যাব্রিকের প্যাটার্ন ট্রেস করার জন্য কার্ডবোর্ড ছাঁচ তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে কাপড়ের বর্জ্য তৈরি হ্রাস হচ্ছে এবং শ্রমিকদের ভেতরে সচেতনতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাইটস মডিউলকে অন্তর্ভুক্তি করন

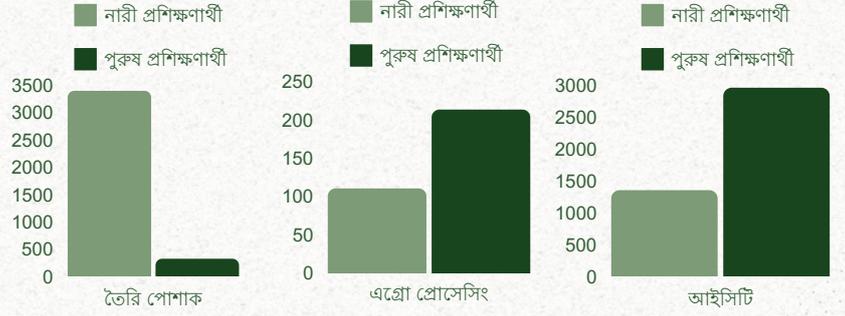
আরএমজি ফ্যাক্টরি গুলি বাইটস প্রদত্ত মডিউল এর উপকার সম্মুখে জানতে এবং বুঝতে পারছে, যার ফলে তাদের বিদ্যমান ট্রেনিং এর সাথে বাইটস প্রদত্ত মডিউল অনুযায়ী ট্রেনিং পরিচালনা করেছে। বাইটসের পার্টনার কয়েকটি ফ্যাক্টরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণের কার্যক্রম করেছে এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরিও ট্রেনিং অফ ট্রেনার (টিওটি) এবং ট্রেনিং অফ এ্যাসেসর (টিওএ) প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মপ্রত্যয়ী শ্রমিক তৈরিতে অগ্রয়ন ভূমিকা পালন করছে।

বাইটস প্রেস: অগ্রগতি ও ফলাফল

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত,
৮৩৪৬ জন প্রশিক্ষার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ
সম্পন্ন করেছেন। তাদের মধ্যে ৬০% নারী এবং
৪০% পুরুষ।

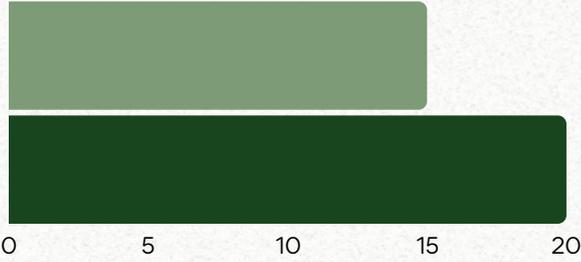


প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রশিক্ষার্থীদের সংখ্যা



কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণে বাইটসের ভূমিকা

- ফ্যাক্টরিতে নতুন ডব্লিউবিটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা
- ফ্যাক্টরির বিদ্যমান ডব্লিউবিটি সিস্টেম উন্নতকরণ



বাইটসের সহযোগিতায়, ৯ টি আরএমজি ফ্যাক্টরি নতুন ডব্লিউবিটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে। এদিকে, ৩২ টি ফ্যাক্টরি তাদের বিদ্যমান ডব্লিউবিটি সিস্টেম উন্নত করেছে।

তৈরি পোশাক এবং এগ্রো প্রোসেসিং খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ

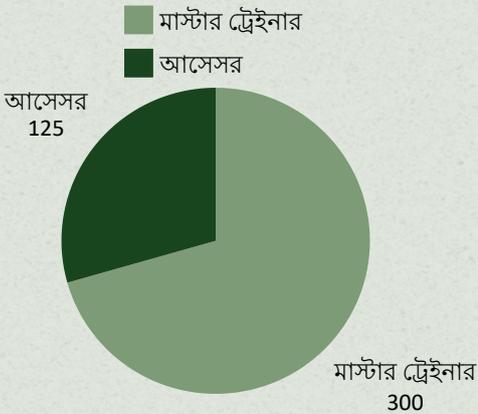
বিডিটি
৯০
মিলিয়ন

প্রকল্পটি কর্মস্থল ভিত্তিক প্রশিক্ষণের (ডব্লিউবিটি) মাধ্যমে আরএমজি খাতে ৯০ মিলিয়ন টাকারও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে।

বিডিটি
২০
মিলিয়ন

প্রকল্পটি এগ্রো প্রোসেসিং (এপি) খাতে ডব্লিউবিটি এবং হাইব্রিড মডেল স্থাপনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকারও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে।

মাস্টার ট্রেনার এবং আসেসর তৈরি



মোট ৪২৫ জন মাস্টার ট্রেনার এবং অ্যাসেসর তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬% অংশগ্রহণকারী নারী

সফল আইসিটি প্রশিক্ষার্থীরা এবং তাদের পেশাসমূহ

৭১১ জন যুবা স্ব-নিয়োজিত এবং ৪৩৪ জন যুবা বিভিন্ন আইসিটি পেশায় নিযুক্ত হয়েছে



- গ্রাফিক ডিজাইনার, ওয়েব ডিজাইনার, CAD ডিজাইনার



- ডিজিটাল মার্কেটার, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং



- কাস্টমার সার্ভিস, আইটি সাপোর্ট, কম্পিউটার অপারেটর



- ফ্রিল্যান্সার, লোগো ডিজাইনার